FEB. 27 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

স্থবিরতার কবলে সার্ক

দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের সাতটি দেশের সম্মিলিত জোট সার্ক। এই সংস্থা কোন কোন পর্যবেক্ষকের মতে এখন 'স্থবিরতা রোগে' আক্রান্ত। মাঝে মাঝেই সার্ককে স্থবিরতায় পাইয়া বসে। তখন সার্কের কার্যক্রম কিংবা মূল কার্যক্রম অচল হইয়া পড়ে। সার্কের শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা ছিল ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে কাঠমন্ডুতে। কিন্তু তাহা হয় নাই আজ পর্যন্ত। না হওয়ারও কারণ ছিল। সেই কারণ পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান, নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা হরণ, ফৌজী শাসকের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকে বসিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর অনীহা। উল্লেখ্য, বিশ্বের প্রায় তাবৎ দেশই পাকিস্তানে ফৌজী অভ্যুত্থানে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়াছে। এই পটভূমিতেই সার্কে স্থবিরতা আসিয়াছে। স্থবিরতা অবশ্য সার্কে নূতন নয়। মাঝে-মধ্যেই নানা যৌক্তিক কিংবা অযৌক্তিক কারণে সার্ক এই রোগে আক্রান্ত হয়। ইতিপূর্বেও সার্কের শীর্ষ সম্মেলন যে সময়মত অনুষ্ঠিত হয় নাই, পিছাইয়া গিয়াছে বা নামকাওয়াস্তে তাড়াহুড়া করিয়া একদিনেই সম্মেলন খতম করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা অনেকেরই জানা আছে।

তবে এইবারের মত এত দীর্ঘ স্থবিরতা ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই। শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা এখন সার্কের চেয়ারপারসন্। অচলাবস্থা নিরসনে তিনি জোর তদবির শুরু করিয়াছেন। সার্ককে চাঙ্গা করাই তাঁহার বর্তমান ভারত সফরের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে তাঁহার নয়াদিল্লী সফর সফল হইয়াছে বলিয়াই কূটনৈতিক মহলের অভিমত। সার্ক পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের স্থায়ী কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নাকি সম্মতি দিয়াছেন। সার্কের কাঠামোতে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলন হইয়া থাকে শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতিরূপে। তাই এখন স্বাভাবিকভাবে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠান সম্পর্কেও আশাবাদ জাগ্রত হইয়াছে। তবে শীর্ষ সম্মেলন কবে নাগাদ অনুষ্ঠিত হইবে বা আদৌ অনুষ্ঠিত হইবে কিনা সেই সম্পর্কে নয়াদিল্লী এখনও স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলে নাই। এই প্রশ্নে শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট বলেন যে, "ভারত ধীরে-সুস্থে, তবে নিশ্চিতভাবেই সার্কের প্রক্রিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিতেছে।" এই পরিপ্রেক্ষিতে কূটনৈতিক মহল আশা করেন যে, মে-জুন মাসেই সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা আছে।

পর্যবেক্ষক মহলের ধারণায় ধীরে-সুস্থে ভারতের অগ্রগমনের পেছনেও কারণ আছে। সে কারণ অবশ্য পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রবর্তনের বিষয় নিয়া তেমন নয়। কূটনৈতিক মহলের মতে বিষয়টা কাশ্মীরের হাল-অবস্থার সহিতই অনেকাংশে সংশ্লিষ্ট। ভারত তিন মাসের জন্য কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি সম্প্রসারিত করিয়াছে। এই ব্যাপারে নয়াদিল্লীর কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ইচ্ছুক। ভারতের সদিচ্ছায় পাকিস্তান সাড়া দিতেছে কিনা, জঙ্গী তৎপরতায় পাকিস্তান মদদ দিতেছে কিনা- এই বিষয়টি সম্ভবতঃ ভারত পরখ করিয়া দেখিতে ইচ্ছুক। ইহার পরই হয়তো তাঁহারা সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানে সম্মতি বা অসম্মতি জানাইবেন। সার্ক দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণে ও বাস্তবায়নে তেমন জটিল কোন বাধা নাই। কিন্তু রাজনীতিতে নাক ঢুকাইলে যেন কানা গলিতে ঢুকিয়া পড়িতে হয়। গত জানুয়ারী মাসে ঢাকায় সার্ক কর্মকান্ড বেগবান করার লক্ষ্যে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-এর উদ্যোগে মতামত বিনিময়ের জন্য এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই বেসরকারী সম্মেলনে সার্ক দেশসমূহের বাঘা বাঘা বিশেষজ্ঞরা অংশ গ্রহণ করেন। 'এজেন্ডা ফর সাউথ এশিয়ান কো-অপারেশন' শীর্ষক এই আলোচনায় সকলেই বলেন যে, দক্ষিণ এশিয়ায় সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার গুরুত্ব সর্বাধিক। তাঁহারা অভিমত প্রদান করেন যে, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বর্তমানে বিভিন্ন এলাকায় আঞ্চলিক সহযোগিতা জোটের কার্যক্রম বেশ জোরদার। কিন্তু এইক্ষেত্রে সার্কের কার্যক্রম হতাশাজনক। সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীও সার্কের কার্যক্রমে হতাশা ব্যক্ত করেন। সার্ক এলাকায় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠনের প্রশ্নে প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মুচকুন্দ দুবে বলেন যে, মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গড়িয়া তুলিলে ছোট ছোট দেশগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। তাই ইউরোপীয় কমন মার্কেট একটি বিশেষ তহবিল গঠন করিয়াছিল। সার্কের ক্ষেত্রেও অনুরূপ তহবিল গঠনের উপর তিনি জোর দেন। এই ধরনের তহবিলে বড় দেশরূপে ভারতকেই বেশী অর্থ যোগান দিতে হইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

সার্ককে সবল ও গতিশীল করার জন্য বিশেষজ্ঞদের এইসব পরামর্শ বিবেচনা করা প্রয়োজন। শুধু শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সার্কের স্থবিরতা দূর হওয়ার নয়। সার্কের দেশগুলি পরস্পরের সংলগ্ন একই অঞ্চলে অবস্থিত। তাই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, সার্ককে সক্রিয় করা গেলে উন্নয়ন ও অগ্রগতি অধিক সম্ভব। তবে ইহার জন্য সার্কের স্থবিরতার অবসান কাম্য। ■